যুগান্তর

তারিখ ... 4 JUL 2012
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ...

ভর্তির অতিরিক্ত টাকা ফেরত না দিলে নিবন্ধন বাতিল

সংসদকে শিক্ষামন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থ ফেরত দেয়ার আদেশটি কেউই মানেনি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকালে বাড়তি অর্থ গ্রহণের টাকা ফেরত দেয়ার জন্য জানুয়ারিতে আদেশটি জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরই মধ্যে ৬ মাস পার হয়ে যাওয়ায় এ বিষয়ে নানাভাবে বিভিন্ন মহলে হইচই হয়। শেষপর্যন্ত বিষয়টি সংসদেও ওঠে। সংসদ সদস্য বেবী মওদুদ এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নোটিশ দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার শিক্ষামন্ত্রী সংসদকে জানান, শিক্ষার্থী ভর্তির সময়ে নেয়া অতিরিক্ত অর্থ আগামী এক মাসের মধ্যে ফেরত না দিলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিল করা হবে।

বাতিল : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৮

বাতিল : নিবন্ধন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রীর এই আলটিমেটামের ব্যাপারে অবশ্য এখন পর্যন্ত মন্ত্রণালয় থেকে ফের কোন আদেশ জারি করা হয়নি। অন্যদিকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তাদের অনেকেই অর্থ [illegible] না। বশিক্ষিকিরা এমনকি অভিভাবকরা যদিও অর্থ ফেরত না চান, সেটাও পরোক্ষভাবে তাদের হুমকি-ধামকি দেয়া হচ্ছে।

এদিকে সোমবার শিক্ষামন্ত্রী এ ব্যাপারে সংসদকে জানান, অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিতে সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নোটিশ দেয়া হয়েছে। ভর্তি নীতিমালার বাইরে কেউ অতিরিক্ত অর্থ নিতে পারবে না। তিনি জানান, ভর্তির সময়ে নেয়া অতিরিক্ত অর্থ ফেরত না দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হবে। বেতন কেটে নেয়া হবে।

সংসদ সদস্য বেবী মওদুদ তার নোটিশে বলেন, এছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ব্যবহারিক পরীক্ষায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীরা বেশি নম্বর দেয়ার কথা বলে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ২০০-১০০০ টাকা নিয়ে থাকেন। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি, এটা একটা দুর্নীতি। শিক্ষার্থীরা এই নীতিহীন চরিত্র থেকে অনৈতিক পাঠ গ্রহণ করে উল্লেখ করে তিনি এই 'জঘন্য অপরাধকে' আইন করে নিষিদ্ধের দাবি জানান। জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ নেয়ার অভিযোগের সত্যতা রয়েছে জানিয়ে বলেন, বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুতর অভিযোগ। তিনি বলেন, বিষয়টি সরকারের নজরে রয়েছে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে ধরতে পারছি না। কারণ নামধাম দিয়ে কেউ তথ্য দেয় না। তবে এরপরও এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি কমিটি কাজ করছে। তিনি অভিভাবকদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ ব্যাপারে প্রয়োজনে গোপনে তথ্য দিন। আমরা ব্যবস্থা নেব।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির সময়ে নেয়া অতিরিক্ত অর্থ ফেরত অথবা বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করতে ৩০ জানুয়ারি নির্দেশ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরপরও বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ভর্তির সময় নেয়া অতিরিক্ত এই অর্থ ফেরত দেয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।